দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR. 0 8 2000 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিড়ম্বনা

আ ন ম নূরুল হক

শ্রীরামচন্দ্র একদিন এক জায়গায় নরম মাটিতে তাঁর ধনুকটি গেঁথে রেখেছিলেন। ঠিক সেখানেই ছিল একটা ব্যাঙ। রামের ধনুকের ধারালো কোণে ব্যাঙটির পেট ফুটো হয়ে যাওয়ায় ব্যাঙটি মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। ব্যাঙের আর্তনাদ শুনে রামচন্দ্র সচকিত হয়ে ব্যথিত কণ্ঠে ব্যাঙটিকে বললেন, আমি তোমাকে দেখতে পাইনি। তুমি যে ঐখানে ছিলে তা জানান দিলে না কেন? ব্যাঙটি বলল, "হে রাম, যখন কোন বিপদে পড়েছি, যখন কেউ মারতে এসেছে, তখন ডেকেছি, রাম বাঁচাও, বাঁচাও। আর স্বয়ং রামই যখন মারছেন, তখন কাকে ডাকব?" দেশের নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবছর পাঠ্যবই নিয়ে যে ধরনের কাণ্ডকারখানা করেছে, তা দেখে রামায়ণের এই ছোট্ট গল্পটির কথাই আমার মনে পড়ে গেল। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জন্য পাঠ্যবই প্রণয়ন, মুদ্রণ, বই অনুমোদন ও বিতরণের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উপর ন্যস্ত। এবছর পাঠ্যবই নিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণ নানা রকম বিড়ম্বনার শিকারে পরিণত হচ্ছেন। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডই যদি পাঠ্যবই নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণের বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে অসহায় ছাত্র-ছাত্রীরা এজন্য কার কাছে প্রতিকার চাবে?

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-২০০০ শিক্ষাবর্ষের জন্য নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মোট ৬০টি বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিল বলে জানা গেছে। এগুলোর মধ্যে ৯টি বই ব্যাপকভাবে সংশোধিত হবে বলে এসব বইয়ের পূর্ববর্তী সকল সংস্করণ বাতিল করা হয়। ৬টি বইয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অধ্যায় সংশোধন করার কথা বলা হয়। এই বইগুলোর পুরানো সংস্করণের সঙ্গে বিক্রেতাগণ কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে একটি সংশোধনী পুস্তিকা সরবরাহ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে কোন বিক্রেতাই এই সংশোধনী পুস্তিকা সরবরাহ করেন না। নবম ও দশম শ্রেণীর ব্যাপক ও আংশিকভাবে সংশোধিত কিছু কিছু বই ফেব্রুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে বাজারে আসতে শুরু করেছে। এসব বই কিনতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ নানা রকম বিভ্রান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন। সংশোধন ও পরিমার্জনের কথা বলা হলেও ৯ম শ্রেণীর ইংলিশ ফর টুডে বইটিতে মলাট ছাড়া আর কোন কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি। অথচ নিম্নমানের কাগজে মুদ্রিত এই বইটির মূল্য বেড়েছে ৭.২২ টাকা। ব্যাপকভাবে সংশোধিত ও পরিমার্জিত আরেকটি বই ৯ম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা। এ বইটিতে শুধু ব্যবহারিক পাঠ্যসূচীর দুটি পৃষ্ঠা বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোন সংশোধন বা পরিমার্জন চোখে পড়েনি। নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সংকলনে গদ্য ও কবিতার জন্য দুটি পৃথক বই রয়েছে। এই বই দুটির ভিতরে প্রথম পৃষ্ঠায় একস্থানে লিখা আছে প্রথম মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৯। আবার অন্যস্থানে লিখা ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষে সংশোধিত ও পরিমার্জিত। বিভ্রান্তির এখানেই শেষ নয়! এই বই দুটির পিছনের মলাটে বড় হরফে লিখা আছে ২০০০ শিক্ষাবর্ষে সংশোধিত ও পরিমার্জিত। বাস্তবে এই বই দুটিতে কোনরকম সংশোধন বা পরিমার্জন করা হয়নি। ১৯৯৬ সালে এই বই দুটি উন্নতমান সাদা কাগজে মুদ্রিত হয়েছিল। এবার মুদ্রিত নিম্নমানের নিউজপ্রিন্ট কাগজে। কিন্তু বই দুটির মূল্য প্রায় আগের মতোই রাখা হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক জ্যামিতিসহ আরো কয়েকটি বই নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে অনুরূপ বিভ্রান্তি। বইয়ের ভিতরে লিখা ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষে সংশোধিত ও পরিমার্জিত আর মলাটে লিখা ২০০০ শিক্ষাবর্ষে সংশোধিত ও পরিমার্জিত। পাঠ্যবই কিনতে গিয়ে এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণের বিড়ম্বনার শেষ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে পুস্তক ব্যবসায়ীদের অপ্রীতিকর ও অশোভন আচরণ সহ্য করতে হচ্ছে। অনেক অসাধু পুস্তকব্যবসায়ী এই পরিস্থিতির ফাঁদে ফেলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাতিল বই গছিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। অনেক শিক্ষক ও অভিভাবকের ধারণা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবছর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই সংশোধন ও পরিমার্জনের নামে যা করেছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের কথা ভেবে নয়, বরং পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ীগণের স্বার্থের কথা ভেবেই। তাদের এই কারসাজির ফলে একদিকে যেমন এই মার্চ মাসেও অনেক ছাত্র-ছাত্রীর হাতে সকল বই পৌঁছেনি অপরদিকে তেমনি একবার পুরানো সংস্করণের ও আরেকবার নূতন সংস্করণের বই কিনে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দেশের বিপুলসংখ্যক অভিভাবক। বই কিনতে গিয়ে বিভ্রান্তির শিকার অভিভাবকগণের মুখে শুধু একটিই প্রশ্ন- ছেলে-মেয়েদের পাঠ্যবই কিনতে গিয়ে এধরনের বিড়ম্বনা আমাদেরকে আর কতকাল সহ্য করতে হবে? পাঠ্যপুস্তক নিয়ে শুধু যে মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ বিড়ম্বনার শিকারে পরিণত হয়েছেন তা নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীও এই বিড়ম্বনার শিকার। সংশোধিত হোক বা অসংশোধিত হোক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষার্থীগণ কিছু কিছু বই ইতিমধ্যে হাতে পেয়েছে। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরকারী বিনামূল্যের বই আজও নাকি পৌঁছায়নি। গত ১২ই ফাল্গুন ১৪০৬ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়তে এসম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, দেশের অনেক স্থানে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গত বছরের পুরানো বই সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বইয়ের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করছে। কিন্তু এসব বইয়ের ভিতরের অংশ ছেঁড়া অথবা একেবারেই নেই। সম্ভবত এ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হবার কারণে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২৯শে ফেব্রুয়ারী ২০০০ তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছে যে, যদি কোন থানায় এখনও পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছে থাকে তাহলে সে সংক্রান্ত খবর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে জানালে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ষাটের দশকে আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই পুরানো বই কিনে লেখাপড়া করতো। বছর শেষে নূতন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর সেই পুরানো বইগুলোই আবার অন্য ছাত্র-ছাত্রীর কাছে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে বিক্রয় করতো। সেসব বইয়ের কাগজের মান, মুদ্রণ ও বাঁধাই এতোই উন্নত ছিল যে, বার বার হাত বদলের পরও বইগুলো মোটামুটি অক্ষত থাকতো। তখন এতো ঘন ঘন বই পরিবর্তনও হতো না। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পাঠ্যবই রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত, তাঁদের প্রায় সকলেই ডক্টর ডিগ্রীধারী। তাঁদের প্রণীত ও সম্পাদিত বই কেন বার বার সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন হচ্ছে, তা আমরা ভেবে পাই না। যে কোন ভাষার ব্যাকরণ মোটামুটি অপরিবর্তনশীল বলেই আমরা জানি। নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বইটি ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাপকভাবে সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নূতনভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে। মাত্র একটি বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই এই ব্যাকরণ বইটি কেন পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন হলো তা কিছুতেই আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। নবম ও দশম শ্রেণীর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কম্পিউটার ও সামাজিক বিজ্ঞানের সংশোধিত ও পরিমার্জিত বই এই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেও বাজারে আসেনি। এসব বিষয়ের পুরানো সংস্করণের বইগুলোই বলবত থাকবে কিনা সে বিষয়েও সঠিকভাবে কোন কিছু জানা যাচ্ছে না। শিক্ষাবর্ষের দুমাস অতিক্রান্ত হবার পরও বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো হাতে না পাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা। আমাদের শিক্ষার সঙ্কট শুধু শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস, সংঘর্ষ ও পরীক্ষায় নকলবাজীর মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বত্রই দুর্নীতির ডালপালা বিস্তৃত। 'পাঠ্যপুস্তক ভবন' নামক মতিঝিলের সুউচ্চ ভবনটিতে অবস্থিত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' নামের সরকারী প্রতিষ্ঠানটিও দুর্নীতির বাইরে নেই। ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষে এই পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও একশ্রেণীর অসাধু পুস্তক প্রকাশকের কারসাজিতে নবম শ্রেণীর প্রতিটি বই আমাদেরকে তিন-চারগুণ বেশি মূল্য দিয়ে কিনতে হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির একমাত্র দায়িত্ব হলো প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিকস্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যবই প্রণয়ন, পাঠ্যবই অনুমোদন, মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছরই নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বোর্ডের বইয়ের মুদ্রণ, বাঁধাই ও কাগজের মানের অবনতিও চোখে পড়ার মতো। প্রাথমিকস্তরের বিনামূল্যের বইয়ের কথা না হয় বাদই দিলাম। বোর্ডের অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রেও বইয়ের আকারও মানের সঙ্গে দামের তেমন সামঞ্জস্য নেই। বইয়ের কাগজ ও বাঁধাই এতোই নিম্নমানের যে, নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর একই বই পুনরায় কিনতে হয়। কারণ এসব বইয়ের পাতা ছিঁড়ে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত তা দিয়ে চালানো যায় না। বোর্ডের বই নিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণ প্রতিবছরই যে কতো রকমের বিড়ম্বনার শিকারে পরিণত হচ্ছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। এই বিড়ম্বনা সৃষ্টির জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দুর্নীতি ও বোর্ডের অব্যবস্থাপনাই মূলত দায়ী বলে অনেকের ধারণা। এই অবস্থার একটা সুরাহা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ❑

শ্রীরামচন্দ্র একদিন এক জায়গায় নরম মাটিতে তাঁর ধনুকটি গেঁথে রেখেছিলেন। ঠিক সেখানেই ছিল একটা ব্যাঙ। রামের ধনুকের ধারালো কোণে ব্যাঙটির পেট ফুটো হয়ে যাওয়ায় ব্যাঙটি মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। ব্যাঙের আর্তনাদ শুনে রামচন্দ্র সচকিত হয়ে ব্যথিত কণ্ঠে ব্যাঙটিকে বললেন, আমি তোমাকে দেখতে পাইনি। তুমি যে ঐখানে ছিলে তা জানান দিলে না কেন? ব্যাঙটি বলল, "হে রাম, যখন কোন বিপদে পড়েছি, যখন কেউ মারতে এসেছে, তখন ডেকেছি, রাম বাঁচাও, বাঁচাও। আর স্বয়ং রামই যখন মারছেন, তখন কাকে ডাকব?" দেশের নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবছর পাঠ্যবই নিয়ে যে ধরনের কাণ্ডকারখানা করেছে, তা দেখে রামায়ণের এই ছোট্ট গল্পটির কথাই আমার মনে পড়ে গেল।